সুজন ই-সংবাদ

আসুন সবাই মিলে শপথ করি করোনা ভাইরাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ি

সংখ্যা-২৮ | ২৪ জুন, ২০২০

সম্পাদকীয়:

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পর প্রথম পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং দিয়ে বিভিন্ন এলাকায় সুজন নেতৃবৃন্দের কার্যক্রম শুরু হলেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা রাস্তাঘাট ও বাড়ির আশপাশ জীবাণুমুক্তকরণ; জনবহুল স্থানে ওয়াশ বেসিন স্থাপন করে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা; মাস্ক, সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস, ক্যাপ, ফেস শিল্ড, পিপিই, চশমা ইত্যাদি বিতরণ এবং তৃতীয় পর্যায়ে কর্মহীন বিপন্ন মানুষদের খাদ্যসামগ্রী (চাল, আটা, আলু, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, মরিচ,ছোলা, মুড়ি, চিনি, সেমাই, গুড়াদুধ, চিড়া, শিশুখাদ্য, রান্না করা খাবার) বিতরণের কাজ করেন। পাশাপাশি সরকারি ত্রাণ বিতরণে নজরদারি ও সহায়তা করেন কোথাও কোথাও। আবার কোথাও কনোনায় মৃত্যুবরণকারী শবদেহের দাফন ও সৎকারের কাজে সম্পৃক্ত তাঁরা। তবে করোনা সংক্রমণের বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হলেও, এখনও দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষ যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না। ফলে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি আবারও সুজন-এর বন্ধুদের নামতে হয়েছে বিভিন্ন কৌশলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, মাস্ক বিতরণ ইত্যাদি কাজে। তাঁদের কথা নিয়েই এই ই-নিউজ লেটার।

করোনা প্রতিরোধে জামালপুরে সুজন-এর সাংস্কৃতিক লড়াই

করোনা মহামারি অতর্কিতে আঘাত করে এক অপ্রস্তুত বিশ্বকে। এটা এক অভুতপূর্ব সংকট যার থেকে পরিত্রাণের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আমাদের কারোরই ছিলনা। সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশও প্রায় প্রস্তুতিহীন এক অবস্থায় করোনাকে মোকাবেলা করছে। প্রতিকারের কোন দাওয়াই না থাকায় প্রতিরোধই আমাদের সকলের সামনে একমাত্র পথ। আর এ পথ হলো নিজে সচেতন থাকা আর পাশের মানুষগুলোকে সচেতন রাখা। কিন্তু করোনা এমন ভয়াবহ আতংক সৃষ্টি করেছে, যার ফলে অনেকের পক্ষেই মানুষের জন্য কাজ করা, এমনকি অন্যের পাশে থাকার সাহস প্রদর্শন করাও সম্ভব হয়নি। তবে এই ভয়াবহতার মাঝেও কিছু মানুষ প্রবল সাহসিকতা নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, ভয়কে জয় করে মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন। এমনই একজন হলেন জামালপুর জেলা সুজন-সভাপতি জনার তারিকুল ফেরদৌস। পেশায় কলেজ শিক্ষক তিনি। পাশাপাশি একজন সাংস্কৃতিক সংগঠক। করোনা মহামারি বাংলাদেশে আঘাত হানার সাথেসাথেই তিনি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে করোনা বিষয়ক হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, যেহেতু করোনা ভাইরাসের কোন টিকা বা স্বীকৃত কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নাই। সচেতনতা ও অভ্যাসগত পরিবর্তনই এ থেকে বাঁচার একমাত্র পথ। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আমাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিকে ব্যবহার করে এই মহামারি থেকে নিজেদের রক্ষা করার। ঠিক করলেন গানকে তিনি সচেতনতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যববহার করবেন। সে অনুযায়ী একটি টিমকে সংগঠিত করলেন এবং নিজেই সহজভাবে মানুষের কাছে পৌছানোর জন্য 'চলো মানুষের পাশে দাঁড়াই' শিরোনামে একটি গান রচনা করলেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী কর্তৃক কণ্ঠ দেয়া এই গানটিই করোনাকালে প্রথম থেকেই জামালপুরে মানুষকে সচেতন করার প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে উঠে। এ গানের অডিও মাইকের মাধ্যমে জামালপুর শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচারের মাধ্যমে করোনা থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই কাজে সুজন-জামালপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সহযোগিতা করছেন।

উপরোল্লেখিত কার্যক্রমের পাশাপাশি জনাব তরিকুল ফেরদৌস জামালপুর জেলা প্রশাসনের সাথে একজন স্বেচ্ছাব্রতী হিসেবে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিয়ম মেনে হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান করা, জরুরি প্রয়োজন ব্যাতিরেকে ঘরের বাইরে না যাওয়া, জেলার বাহিরে থেকে আসা মানুষদের কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করা, শহরের অলিগলিতে অযথা জনসমাগম না করা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সুজন-এর একজন নেতা হিসেবে সরকারি ত্রাণ কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি প্রকৃত উপকারভোগীদের চিহ্নিত করে তাদেরকে সরকারি সুযোগ পাইয়ে দেয়ার ক্ষেত্রেও ভুমিকা পালন করেন। পাশাপাশি নিজ এলাকার হতদরিদ্র মানুষের তালিকা করে নিজ উদ্যোগে এবং বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধায়ীদের সহযোগিতায় ২৫টি পরিবারের কাছে খাদ্য সহযোগিতা পৌঁছে দেন।

ঢাকা মহানগরীর কদমতলীতে মাস্ক বিতরণ

সুজন-কদমতলী থানা কমিটি ও নেটওয়ার্ক এইড-এর উদ্যগে গত ১৯ জুন ২০২০-এ, গিরিধারা জামে মসজিদে মাস্ক বিতরণ করা হয়। সুজন-কদমতলী থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আল আমিন আরিফ, সহ-সম্পাদক আরমান হোসেন, সদস্য সাখাওয়াত হোসেন বাবু ও সোহেল সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে ৩০০ পিস মাস্ক বিতরণ করেন। মাস্ক বিতরণকালে মাস্ক পরা, পরস্পরের মাঝে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখা, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদিসহ সব ধরনের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার এবং অন্যান্যদের তা অবগত করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বার জানানো হয়। একইসাথে সকল ধরনের অপপ্রচার বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিহত গড়ে তোলার জন্যও আহ্বার জানানো হয়। আরও বলা হয়, আমাদের মনে রাখতে হবে, 'যে জীবন আমার, তা আমাকেই রক্ষা করতে হবে।'

ক্রেতা-বিক্রেতাদের চৈতন্য ফেরাতে রাজশাহীতে লিফলেট বিতরণ

করোনা মহামারি প্রতিরোধে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সাধারণ জনগণ যাতে যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে, সে লক্ষ্যে প্রচারপত্র বিতরণ করে সুজন-রাজশাহী জেলা ও মহানগর কমিটি। রাজশাহী জেলা কমিটির সভাপতি জনাব সফিউদ্দিন আহমেদের সহযোগিতায় তৈরিকৃত প্রচারপত্রটি গত ১৬ জুন ২০২০, মঙ্গলবার, রাজশাহী মহানগরের নিউমার্কেট, কাদিরগঞ্জ ও উপশহর এলাকায় বিতরণ করা হয়। বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী, হকার ও মুদিদোকানীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; কেননা ক্রেতা বিক্রেতাদের মাঝেই সাধারণত স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘিত হওয়ার ঘটনা বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আশা করা হয় যে, প্রচারপত্রটি বিতরণের ফলে ক্রেতা-বিক্রেতাসহ অনেকের বোধোদয় হবে। উল্লেখ্য, প্রচারপত্র বিতরণ কাজে অংশ নেন, সুজন- রাজশাহী জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল আলম মাসুদ, মহানগর কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রোকন উদ্দিন, মোজাম্মেল হক, সোহেল মাহবুব, আনিসুজ্জামান, আল-আমিন, মিজানুর রহমান প্রমূখ।

সম্পাদক: ড. বদিউল আলম মজুমদার
নির্বাহী সম্পাদক: দিলীপ কুমার সরকার
কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সোহেল রানা
প্রকাশনায়: সুজন সচিবালয়
আইটি ইউনিট প্রডাকশন
তথ্য পাঠিয়ে সহায়তা করেছেন: আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জয়ন্ত কর, মুর্শিকুল ইসলাম শিমুল ও মিজানুর রহমান।

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

shujan.org | votebd.org
facebook.com/shujan.bd

হেরাল্ডিক হাইটস, ২/২, মিরপুর রোড, (লেভেল-৪)
বক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা -১২০৭।
ফোন: ৯১৩-০৪৭৯, ৯১২-২০৮৬